নেপোলিয়নের পতনের কারণ (The Causes of Napoleon's downfall) : নেপোলিয়ন বিপ্লবের তরঙ্গ চূড়ায় আরোহণ করে ফরাসী সিংহাসনে উপনীত হন। বিপ্লবের বাতাস তাঁর পালে লাগিয়ে তিনি ইওরোপে তাঁর বিজয় তরণী ভাসিয়ে দেন। একে একে ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি তাঁর নিকট নতশির হয়। কিন্তু এক দশকের মধ্যেই নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। লাইপজিগ ও ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজিত নেপোলিয়ন হতমান হয়ে সেন্ট হেলেনায় নির্বাসনে প্রাণত্যাগ করেন।

নেপোলিয়নের পতনের সূচনা পর্ব

ঐতিহাসিক টমসনের মতে [১] এ্যামিয়েন্সের সন্ধি ভঙ্গের পর (১৮০২ খ্রীঃ) নেপোলিয়নের পতনের সূচনা হয়। গ্র্যান্ট ও টেম্পারলির মতে, ১৮০৭ খ্রীঃ টিলজিটের সন্ধির পর নেপোলিয়নের পতনের সূচনা দেখা যায়।[২] নেপোলিয়নের শাসননীতি ও সাম্রাজ্যের গঠনের মধ্যেই তাঁর পতনের বীজ লুকান ছিল। ১৮০২ খ্রীঃ অথবা ১৮০৭ খ্রীঃ থেকে তাহা প্রকট হতে থাকে। নেপোলিয়নের পতনের কারণগুলিকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করা যায়।

নেপোলিয়নের ক্ষমতার মূল উৎস ছিল ফ্রান্স। এই দেশের জনসাধারণ বিশেষতঃ বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থন এবং এই দেশের সম্পদের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ তাঁকে ইওরোপের ওপর আধিপত্য এনে দেয়। ১৭৯৯ খ্রীঃ নেপোলিয়ন ফরাসী জাতির কাছে ছিলেন বিপ্লবের মূল্যবান সংস্কারের সংগঠক এবং শৃঙ্খলা স্থাপক। ১৮১৪ খ্রীঃ সেই নেপোলিয়ন ছিলেন ফরাসী জাতির ঘৃণার পাত্র। তাঁর স্বৈরশাসন ফরাসী জাতির নিকট জনপ্রিয়তা বিনষ্ট করে। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্যে ফরাসী জনসাধারণের নিকট তাঁর মহিমা বিনষ্ট হয়। গোড়ার দিকে বৈদেশিক যুদ্ধে জয়লাভের ফলে তাঁর কিছুটা জনপ্রিয়তা থাকলেও, ক্রমে তা নষ্ট হয়। ডেভিড টমসনের মতে, "নেপোলিয়নের স্বৈর শাসনে ফ্রান্স ক্রমে একটি পুলিশ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।"[৩] পেনিনসুলার এবং রুশ যুদ্ধে বিফলতার ফলে তাঁর স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরাও তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তে যোগ দেয়। তাঁর পুলিশ বিভাগের প্রধান ফুশে (Fouche) এবং তাঁর কুটনৈতিক দপ্তরের কর্তা ট্যালির‍্যান্ড (Talleyrand) এমন কি তাঁর ভ্রাতা যোসেফ বোনাপার্টও (Joseph Bonaparte) এই চক্রান্তের বাইরে ছিলেন না। ফরাসী নেতারা বুঝতে পারেন যে, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য জয়ের ফলে ফরাসী জাতির কোন লাভ হয়নি। বরং এজন্য তাদের জীবন ও অর্থ বলি দিতে হচ্ছে।

নেপোলিয়নের পুলিশ রাষ্ট্র : তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস

ফ্রান্সের সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে ১৮১৪ খ্রীঃ নেপোলিয়ন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ১৭৯৩ খ্রীঃ বৈদেশিক আক্রমণের মুখে যে ফরাসী জাতি অদম্য উৎসাহে শত্রুদের বিতাড়িত করে, ১৮১৩ খ্রীঃ লাইপজিগে তাঁর পরাজয়ের পর শত্রুসেনা ফ্রান্সে ঢুকে পড়লে সেই ফরাসী জাতি ছিল উদাসীন, অবিচল। এমনকি "পিতৃভূমি বিপন্ন" (La Patrie endanger) এই ধ্বনি নেপোলিয়ন তুললেও তাতে কোন ফল হয়নি। হাস্যকরভাবে মুষ্টিমেয় শত্রুসেনার কাছে ফ্রান্সের এক একটি শহর নীরবে আত্মসমর্পণ করে। গোটা দেশে এই নীরব দাবী ওঠে যে, "আর যুদ্ধ নয়। শান্তিই এখন জাতি চায়।" নেপোলিয়ন সেই জাতির সেই নীরব দাবী শোনেননি। তাই এপিন্যাল শহর ৫৩ জন কসাক সেনা, রেইমস শহর এক প্লেটুন জার্মান, শেনমো মাত্র একজন শত্রু অশ্বারোহীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। জাতি প্রায় বিনা প্রতিরোধে শত্রুসেনাকে ফ্রান্সে ঢুকতে দেয়। এর মূল কারণ ছিল যে, নেপোলিয়ন সাধারণ জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। লেজিসলেটিভ বডি ২২৩×৫১ ভোটে প্রস্তাব নেয় যে—"আজ পিতৃভূমির দ্বারে শত্রুসেনা···· আমাদের বাণিজ্য, শিল্প ধ্বংস প্রায়···· আজ একটি বিরক্তিকর শাসনব্যবস্থা, অতিরিক্ত করভার, নিষ্ঠুরভাবে সৈন্য সংগ্রহ এবং এক বর্বর যুদ্ধের চাপে ফরাসী জাতি ধ্বংসের মুখে।" আইনসভার এই প্রস্তাব প্রমাণ করে যে, নেপোলিয়ন গোটা জাতির সমর্থন হারান। এটাই ছিল তাঁর পতনের আসল কারণ।[১]

ফরাসী জাতির আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্নতা

নেপোলিয়নের ইওরোপ জয়ী সেনাদলের চরিত্র ক্রমে ক্রমে বদলে যায়। নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহ চলার জন্যে নেপোলিয়নের অভিজ্ঞ ও যুদ্ধপটু সেনানীরা নিহত হয়। অনভিজ্ঞ লোক নিয়ে সেনাদল গঠন করায় সেনাদলের গঠন দুর্বল হয়। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য যতই বিস্তৃত হয়, ততই বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ ও পাহারার জন্যে বহু সেনার দরকার হয়। ফ্রান্সের লোকবল যথেষ্ট না থাকায়, তিনি পদানত ইতালী, জার্মানী, বেলজিয়াম থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে এই অভাব পূরণ করেন। এর ফলে সেনাদলের জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়। এই সকল বিদেশী সেনার মধ্যে বৈপ্লবিক উন্মাদনা ও নেপোলিয়নের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য ছিল না। রাশিয়ার যুদ্ধে নেপোলিয়নের হার আরম্ভ হলে এই বাহিনীর ঐক্য ও মনোবল ভেঙে যায়। নেপোলিয়নের যুদ্ধ কৌশলগুলির চমকপ্রদ ক্ষমতা ক্রমে নষ্ট হয়। এই যুদ্ধ কৌশল শত্রুপক্ষের সেনাপতিরা শিখে নেয়। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতিরা এই রণকৌশল আয়ত্ব করে এই কৌশল তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে। ফলে নেপোলিয়ন গোড়ার দিকে তাঁর রণকৌশলের যে সকল সুবিধা ভোগ করতেন তা আর বিদ্যমান ছিল না।[২]

নেপোলিয়নের সেনাদলের ক্রমিক দুর্বলতা

কূটনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন কয়েকটি মারাত্মক ভুল করেন। তাঁর আত্মপ্রত্যয় ও অহমিকা এমনই বেড়ে যায় যে, তিনি কারও পরামর্শ গ্রাহ্য করতেন না। গোড়ার দিকে তাঁর মধ্যে যে সাবধানতা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি দেখা যায়, পরবর্তীকালে তার স্থলে একটি জেদী ও হঠকারী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। তিনি জীবনের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ সুযোগ তাঁর জেদের বশে হারান। তিনি অন্ধভাবে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন। এই জেদ ও অহঙ্কারবশতঃ তিনি একটির পর একটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমতঃ, নেপোলিয়নের স্পেন আক্রমণ ছিল নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়া আক্রমণ ছিল তাঁর দ্বিতীয় ভ্রান্তি। তৃতীয়তঃ, লাইপজিগের যুদ্ধের পর বিজয়ী মিত্রশক্তি তাঁকে ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রস্তাব দ্বারা সম্মানজনক সন্ধির শর্ত

নেপোলিয়নের অহমিকাবোধ ঃ কূটনৈতিক ও সামরিক ভ্রান্তি

দেয় তাহা অগ্রাহ্য করে তিনি চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন। লাইপজিগের যুদ্ধের পর মিত্রশক্তি তাঁকে ফ্রান্সের রাজপদ দিতে রাজী হয়। কেবলমাত্র তাঁকে বেলজিয়াম ও হল্যান্ড ছাড়তে বলা হয়। নেপোলিয়ন তখনও পর্যন্ত তাঁর শক্তিকে অজেয় মনে করতেন। তিনি বেলজিয়াম ছাড়তে রাজী হননি। তিনি এই সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জীবনের শ্রেষ্ঠ ভুল করেন।

নেপোলিয়নের শাসনের দুর্বল ভিত্তি

নেপোলিয়ন বংশানুক্রমিক রাজা ছিলেন না। তিনি তাঁর সামরিক প্রতিভাবলে ফ্রান্স ও ইওরোপে আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁর এই ভুঁইফোড় সামরিক একনায়কতন্ত্রের (upstart military dictatorship) গৌরবময় অতীতের মহিমা অথবা বংশ গরিমা ছিল না। তাঁর সাম্রাজ্য ও শাসন নিরন্তর সামরিক সাফল্য অথবা ফরাসী জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন পেলে তবেই টিকে থাকতে পারত। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি সামরিক সাফল্য এবং ফরাসী জাতির আনুগত্য এই দুটিই ১৮১০ খ্রীঃ পর থেকে হারান। নেপোলিয়ন এজন্য তাঁর ভ্রাতা জোসেফকে বলেন, "আমি যতদিন শক্তিশালী থাকব ততদিন আমার সাম্রাজ্য থাকবে।" কিন্তু স্পেনের যুদ্ধ বিশেষতঃ রাশিয়া অভিযানের পর থেকে নেপোলিয়নের সামরিক বিফলতা দেখা দেয়। স্বদেশে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়। তাঁর শাসনব্যবস্থার এই দুর্বল ভিত্তিই ছিল তাঁর পতনের কারণ।

মিত্রশক্তির জোট ও নেপোলিয়নের বিরোধিতা

নেপোলিয়ন প্রথমদিকে যে সামরিক সাফল্য লাভ করেন তার অন্যতম কারণ ছিল শত্রুপক্ষের দুর্বলতা এবং একতার অভাব। এই সময় নেপোলিয়ন ভেদনীতি ও সামরিক চাপ দ্বারা শত্রু জোটগুলি ভাঙতে সক্ষম হন। কিন্তু চতুর্থ শক্তিজোট গঠিত হলে নেপোলিয়নের পক্ষে তা ভাঙা সম্ভব হয়নি। কারণ এই জোটের সদস্যরা নেপোলিয়নের পতন না ঘটা পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে সঙ্কল্প নেয়। ইংলন্ড এই জোটকে অর্থ ও নেতৃত্ব দেয়। ইওরোপের সম্মিলিত শক্তিগুলির বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের জনবল ও সম্পদ ছিল নগণ্য। কোন কোন ঐতিহাসিক এজন্য বলেন যে, জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভের ফলে নয়, অথবা স্পেনের গেরিলা যুদ্ধের ফলে নয়, ইওরোপীয় বৃহৎ শক্তিগুলির জোট বিশেষতঃ চতুর্থ জোট গঠনের ফলেই নেপোলিয়নের পতন ঘটে। মহাদেশীয় অবরোধের কুফলের জন্যে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রজোট গড়া হয়নি। ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলি বুঝতে পারে যে, যতক্ষণ নেপোলিয়ন ক্ষমতায় থাকবেন ততক্ষণ তাঁদের সিংহাসন নিরাপদ নয়। এই রাজশক্তিগুলির সামরিক জোটই নেপোলিয়নের পতন ঘটায়। প্রথম তিনটি জোট তিনি কূটনীতি ও সামরিক জয় দ্বারা ভাঙতে পারলেও চতুর্থ জোট ও শোমোর সন্ধি (Treaty of Chaumont) তাঁর পতন অনিবার্য করে।

নেপোলিয়নের পতনের অপর কারণ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান। ডেভিড টমসনের মতে, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের "অন্তর্নিহিত, আত্মঘাতী স্ব-বিরোধ, তাঁর পতনের জন্যে দায়ী ছিল।"[১] ফরাসী বিপ্লবের যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শের প্রচার করে নেপোলিয়ন ইওরোপ জয় করেন, তাঁর সাম্রাজ্য ছিল সেই আদর্শের বিরাট ব্যতিক্রম। তিনি ইওরোপীয় রাজাদের স্বৈরশাসন ও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘোষণা দিলেও, নিজে স্বৈরশাসন ও বংশানুক্রমিক অধিকার স্থাপন করেন। তিনি স্বাধীনতার কথা বলেন অথচ অন্য জাতির ওপর ফরাসী শাসন চাপান। ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা বুঝতে পারে যে, নেপোলিয়নের শাসন পুরাতন রাজশক্তি অপেক্ষা কম স্বৈরাচারী নয়। দ্বিতীয়তঃ, নেপোলিয়ন তাঁর অধিকৃত রাজ্য হতে বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহ, যুদ্ধ কর এবং

সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ

সম্পদ আহরণ করার ফলে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ প্রকট হয়। তদুপরি, তিনি অধিকৃত দেশে কন্টিনেন্টাল সিস্টেম চালু করায় এই দেশগুলির দুর্দশার একশেষ হয়। নেপোলিয়নের শাসনব্যবস্থা ঘৃণিত হয়। এই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয়। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ নেপোলিয়নের পতন ঘটায়।

কোন কোন ঐতিহাসিক নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধকে গুরুত্বহীন মনে করেন। তাঁরা বলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে ইওরোপের সর্বত্র গণঅভ্যুত্থান হয়নি। স্পেনে গেরিলা যুদ্ধ দেখা দিলেও তা কখনও নেপোলিয়নের পতন ঘটাতে পারত না, যদি না বৃহৎ শক্তির রাষ্ট্রজোট নেপোলিয়নকে ধ্বংস করতে এগিয়ে আসত। নেপোলিয়নের হাতে যে সেনাদল ছিল তার দ্বারা তিনি এই জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধকে চূর্ণ করতে পারতেন। তিনি বৃহৎ শক্তির জোটের সম্মুখীন হতে বাধ্য হলে তাঁর পক্ষে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দমন করার সময় ও সুযোগ কমে যায়। ডেভিড টমসন প্রভৃতি ঐতিহাসিক জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। ইওরোপের বৃহৎ শক্তির বেতনভোগী পেশাদারী সেনাদের তাঁর চমকপ্রদ রণকৌশল ও ঝটিকা আক্রমণ দ্বারা নেপোলিয়ন ছত্রভঙ্গ করতে পারতেন। কিন্তু গোটা একটি জাতি তাঁর বিরুদ্ধে মরণপন দীর্ঘ সংগ্রাম চালালে তার মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।

স্পেন আক্রমণ ছিল নেপোলিয়নের একটি মারাত্মক ভুল। তিনি স্পেনের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র দেশকে পরাস্ত করতে না পারায় তাঁর সামরিক মর্যাদা বিনষ্ট হয়। স্পেনের যুদ্ধে ফ্রান্সের বিখ্যাত সেনাপতি মেসানা পর্যন্ত পরাস্ত হন। ১৮০৮ খ্রীঃ নেপোলিয়নের ২৩ হাজার সেনা স্পেনীয়দের হাতে বন্দী হয়। স্পেনের যুদ্ধে নেপোলিয়নের মোট অর্দ্ধ মিলিয়ন সেনা নিহত হয়।[১] স্পেনে হস্তক্ষেপ করার ফলে তিনি ইংরাজ সেনার স্পেনে আসার পথ প্রস্তুত করেন। ইংরাজ সেনাপতি ডিউক অফ ওয়েলিংটন স্পেনবাসীদের গেরিলা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। স্পেনের যুদ্ধ ছিল জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ। স্পেনেই নেপোলিয়ন সর্বপ্রথম একটি সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হন। এই জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহের নজির অন্য দেশগুলিকে প্রেরণা যোগায়। এছাড়া স্পেনের যুদ্ধ শেষ না করে নেপোলিয়ন রুশ যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইহা ছিল তাঁর মারাত্মক ভুল।[২] রাশিয়ার যুদ্ধে তাঁর প্রচুর সেনার দরকার হলেও তার বৃহৎ ভাগ স্পেনে আটকে থাকে। ১৮১২-১৩ খ্রীঃ গড়ে ২ লক্ষ ৯০ হাজার থেকে ২ লক্ষ ২৪ হাজার সেনা স্পেনে নিয়োজিত থাকায় পূর্ব ইওরোপের যুদ্ধে তিনি পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করতে পারেননি। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, নেপোলিয়নের স্পেনের যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ে অতিশয়োক্তি করা হয়। নেপোলিয়নের ভাগ্য স্পেনের যুদ্ধে নির্দ্ধারিত হয়নি, তা হয় রাশিয়ার যুদ্ধে। কিন্তু নেপোলিয়ন নিজে মনে করতেন যে, "স্পেনের ক্ষতেই তাঁর সর্বনাশ হয়" (The Spanish ulcer ruined me)। স্পেনের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা পরোক্ষ ফল ছিল মারাত্মক। স্পেনেই নেপোলিয়ন সর্বপ্রথম পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করেন। স্পেনেই তাঁর মুক্তিদাতার মুখোশ খুলে পড়ে। স্পেনের যুদ্ধে তাঁর ঝটিকা আক্রমণের রণকৌশল ব্যর্থ হয়। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে স্পেনের সফলতা গোটা ইওরোপকে অনুপ্রাণিত করে।

স্পেনের যুদ্ধ ঃ মারাত্মক ফল

রাশিয়া ছিল একটি বৃহৎ দেশ। বিশাল জনবল ও সম্পদের অধিকারী রুশ জারকে পরাস্ত করা সহজ কাজ ছিল না। রুশ সেনাপতি কুটুজফ ছিলেন এক অভিজ্ঞ রণপণ্ডিত। তিনি নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়ে পিছু হঠতে থাকেন। নেপোলিয়ন তাঁর পিছু নিয়ে রাশিয়ার গভীরে প্রবেশ করেন। অতঃপর কুটুজফ আঘাত হানলে নেপোলিয়ন বিভ্রান্ত হন। রুশ ভল্লুকের মরণ আলিঙ্গনে নেপোলিয়নের ঈগলের মৃত্যু হয়। নেপোলিয়নের গ্র্যান্ড আর্মি বা বিখ্যাত সেনাদল রাশিয়ার বরফ, শীত ও কসাক আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রাশিয়ায় নেপোলিয়নের বিরাট পরাজয় ঘটলে ইওরোপের সর্বত্র তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। মস্কো অভিযান ছিল নেপোলিয়নের সর্বাপেক্ষা নাটকীয় এবং ক্ষতিকারক পরাজয়।

মস্কো অভিযানের ফলাফল

নেপোলিয়নের প্রবর্তিত কন্টিনেন্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় প্রথা তাঁর পতনের পথ তৈরি করে। ইংলন্ডের বিরুদ্ধে অবরোধ কার্যকরী করার জন্যে নেপোলিয়নকে ইওরোপের উপকূলবর্তী নিরপেক্ষ দেশগুলিকে একের পর এক অধিকার করতে হয়। এর ফলে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র প্রকট হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইওরোপের বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে সৈন্য সংস্থান করলে তাঁর সেনাদল দুর্বল হয়ে পড়ে। তৃতীয়তঃ, পোপ কন্টিনেন্টাল সিস্টেম গ্রহণ করতে অরাজী হলে নেপোলিয়ন পোপকে বন্দী করে ক্যাথলিক জগতের জনপ্রিয়তা হারান। স্পেন কন্টিনেন্টাল সিস্টেম গ্রহণে অরাজী হলে নেপোলিয়ন স্পেনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। চতুর্থতঃ, এই অবরোধের ফলে জার্মানী প্রভৃতি দেশগুলিতে লোকের দুঃখ-দুর্দশা দেখা দেয়। এর ফলে নেপোলিয়নের শাসনব্যবস্থার প্রতি আস্থা নষ্ট হয়। তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভ তীব্র হয়। রুশ জার অবরোধ ত্যাগ করায় নেপোলিয়নের সঙ্গে জারের বিরোধ দেখা দেয়। নেপোলিয়ন বিজিত ও মিত্র দেশগুলির স্বাভাবিক বাণিজ্য বন্ধ করেন। এই দেশগুলির উৎপাদন ব্যবস্থার তাতে দারুণ ক্ষতি হয়। স্পেনের যুদ্ধ বা রাশিয়ায় পরাজয় না ঘটলেও নেপোলিয়নের এই অবরোধ নীতির ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে সর্বত্র গণবিদ্রোহ ঘটত। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, মহাদেশীয় অবরোধের কুফল সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করা হয়। নেপোলিয়নের পতনের মূল কারণ রাজনৈতিক। অর্থনৈতিক কারণ তাঁর জনপ্রিয়তার ক্ষতি করলেও তাঁর পতন এজন্য হয়নি। ফ্রান্সের ভেতর তাঁর শাসনের প্রতি গভীর অনাস্থা এবং তাঁর বিরুদ্ধে ইওরোপীয় রাজাদের শক্তিজোটই তাঁর পতনের জন্যে দায়ী ছিল।

কন্টিনেন্টাল সিস্টেমের ফলাফল

সর্বশেষে, ইংলন্ডের নৌশক্তি নেপোলিয়নের কন্টিনেন্টাল সিস্টেমকে ভেঙে ফেলে। ট্রাফালগারের যুদ্ধে জয়লাভের পর ইংলন্ড সমুদ্র পথে অপরাজেয় হয়। ফ্রান্সে মালের আমদানি-রপ্তানি ইংলন্ড একেবারে বন্ধ করে। ফ্রান্স কর্তৃক ইংলন্ডকে অবরোধের বদলে,

ইংলন্ডের নৌ-শক্তির প্রভাব

ইংলন্ডই ফ্রান্সকে অবরোধ করে। ইংলন্ড বুঝতে পারে যে, নেপোলিয়নের অবরোধ সফল হলে ইংলন্ডের বাণিজ্য ও বাজার ধ্বংস হবে। সুতরাং নেপোলিয়নের ক্ষমতা ধ্বংসের জন্যে ইংলন্ড প্রভূত চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করে একের পর এক শক্তিজোট গড়ে তুলে। ইংলন্ড চতুর্থ শক্তিজোট গড়লে এই জোট নেপোলিয়নকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে।

নেপোলিয়নের পতন বিভিন্ন কারণে ঘটলেও তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে স্ব-বিরোধিতা, তাঁর স্বৈরশাসন এবং তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ ছিল তাঁর পতনের মূল কারণ। ইংলন্ডের বিরোধিতাও অন্যতম মূল কারণ ছিল।